দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...30 MAR 1998 ..

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

লালমনিরহাটে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার গম আত্মসাৎ

লালমনিরহাট থেকে জেলা সংবাদদাতাঃ ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও ম্যানেজিং কমিটির অব্যবস্থাপনার ফলে লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। অপরদিকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের গম হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে। জেলার সদর থানার ধুনিয়াগাছ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর প্রচুর গম আত্মসাৎ করে আসার ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়েছে।

জেলা প্রশাসক বরাবরে উক্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যোৎসাহী সদস্য-আবুল মনছুর সরকার আনিত এক অভিযোগ তদন্তে উক্ত ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে। জানা যায়, অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিল্লুর রহমান সরেজমিন তদন্তে যান এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা রেজিস্ট্রারসহ সকল নথিপত্র প্রত্যক্ষ করেন। এতে দেখা যায় ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের গম বরাদ্দ হয় ১২৫০ কেজি। অসামঞ্জস্যভাবে ১৯৯৬-তে বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৯৯০ কেজি। পরবর্তিতে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বরাদ্দ হয় ২০৪০ কেজি। '৯৭ জানুয়ারী- দাঁড়ায় ৪০৮৫ কেজি এবং ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এভাবে গমের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা নয় এবং বাস্তবে গমের পরিমাণের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী-ভর্তি হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের নামীয় বরাদ্দের গম তাদের হাতে পৌছেনি। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির রেজিস্ট্রারে ওভার রাইটিং ফ্লুট দিয়ে ক্রমিক সংখ্যা মুছে ফেলার চেষ্টা করার অবস্থা তদন্তকারী কর্মকর্তা দেখতে পান।

উক্ত বিদ্যালয়ে কমিটিরও বৈধ এবং নির্বাচিত নয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভাপতি নির্বাচনের আদেশ গোপন রেখে সোলায়মান আলী প্রধান শিক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং যোগসাজশে যাবতীয় অনিয়ম, আত্মসাত ও অপকর্ম করে আসছে। বর্তমান প্রধান শিক্ষক কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সভাপতির আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানের অনেক লিখিত কাজ সম্প্রতি নিজ হাতে করে যাচ্ছেন। যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক। প্রধান শিক্ষক উপরোক্ত অভিযোগসমূহ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট স্বীকার করেন এবং আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘটনা ব্যক্ত করে তিনি অন্যত্র বদলি হতে চান।

তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে জেলা প্রশাসক গত ২৫-১-৯৮ তারিখ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে এক পত্রে (স্মারক নং-সাধারণ/১-২৩/৯৮/৫৮) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও এ যাবত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অপরদিক একই ইউনিয়নের কলমদার পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত জানুয়ারী মাসের ৩০০০ কেজি (৩৮ বস্তা) গম উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতি আঃ ছালাম কর্তৃক আত্মসাতের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সদর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, মনিটরিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোর্সসহ সভাপতির বাড়ী হতে ২৭ বস্তা গম উদ্ধার করে। আঃ ছালাম পলাতক থাকায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সব মিলে সদর থানার ধুনিয়াগাছ ইউনিয়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের গম নিয়ে চলছে হরিলুট। দেখার কেউ নেই, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।